দ্বাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের মহিমান্বিত মৃত্যু

দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

বৃত্রাসুর তাঁর কথা শেষ করে মহাক্রোধে ইন্দ্রের প্রতি তাঁর ত্রিশূল নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ইন্দ্র তা থেকে বহুগুণ শক্তিশালী বজ্রের দ্বারা সেই ত্রিশূলকে খণ্ডখণ্ড করেন এবং বৃত্রাসুরের একটি বাহু ছিন্ন করেন। তা সত্ত্বেও বৃত্রাসুর তাঁর অন্য বাহু দিয়ে একটি লৌহ গদার দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করেন এবং তার ফলে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র পড়ে যায়। ইন্দ্র তখন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মাটি থেকে বজ্র তুলে নেননি, কিন্তু বৃত্রাসুর তাঁকে বজ্র তুলে নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন—

"পরমেশ্বর ভগবান জয় এবং পরাজয়ের কারণ। ভগবানকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে না জেনে, মূর্খেরা নিজেদেরই জয়-পরাজয়ের হেতু বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই স্বতন্ত্র নয়। পুরুষ এবং প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কারণ তাঁরই অধ্যক্ষতায় সব কিছু সুচারুরূপে কার্য করে। প্রত্যেক কর্মে ভগবানের প্রভাব দর্শন না করে মূর্খেরা নিজেদেরই সব কিছুর ঈশ্বর বলে মনে করে। কিন্তু কেউ যখন জানতে পারেন যে, ভগবানই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, তখন তিনি এই জড় জগতের দুঃখ, সুখ, ভয় এবং অপবিত্রতার দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হন।" এইভাবে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুর কেবল যুদ্ধই করেননি, তাঁরা দার্শনিক আলোচনাও করেছিলেন। তারপর তাঁরা পুনরায় যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন।

এইবার ইন্দ্র অধিক শক্তিশালী হয়েছিলেন। এইবার তিনি বৃত্রের অন্য হাতটিও ছিন্ন করেন। তখন বৃত্রাসুর এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে ইন্দ্রকে গ্রাস করেন। কিন্তু নারায়ণ-কবচের দ্বারা ইন্দ্র সুরক্ষিত ছিলেন বলে, বৃত্রাসুরের উদরস্থ হয়েও নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদর থেকে নির্গত হয়ে তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করতে ইন্দ্রের সম্পূর্ণ এক বৎসর সময় লেগেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীঋষিরুবাচ

এবং জিহাসুর্নৃপ দেহমাজৌ
মৃত্যুং বরং বিজয়ান্মন্যমানঃ ।
শূলং প্রগৃহ্যাভ্যপতৎ সুরেন্দ্রং
যথা মহাপুরুষং কৈটভোঽম্ভু ॥ ১ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **জিহাসুঃ**—ত্যাগ করতে উৎসুক; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দেহম্**—দেহ; **আজৌ**—যুদ্ধে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **বরম্**—শ্রেয়; **বিজয়াৎ**—বিজয় থেকে; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **শূলম্**—ত্রিশূল; **প্রগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **অভ্যপতৎ**—আক্রমণ করেছিলেন; **সুর-ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **যথা**—ঠিক যেমন; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৈটভঃ**—কৈটভ নামক অসুরকে; **অম্ভু**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা করে বৃত্রাসুর জয় লাভের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর ত্রিশূল গ্রহণ করে ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন হয়েছিল তখন কৈটভ দৈত্য বিষ্ণুর প্রতি যেভাবে ধাবিত হয়েছিল, সেইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর যদিও বজ্রের দ্বারা তাঁকে বধ করার জন্য ইন্দ্রকে বার বার অনুপ্রাণিত করছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র এমন একজন মহান ভক্তকে বধ করতে চাননি। তাই তিনি তাঁর প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করছিলেন না। ইন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করা সত্ত্বেও ইতস্তত করতে দেখে, বৃত্রাসুর তাঁর ত্রিশূল মহাবেগে ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করেন। বৃত্রাসুর জয় লাভের জন্য মোটেই আগ্রহী ছিলেন না; তিনি মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর ভক্ত ভগবানের কাছে ফিরে যান এবং তাঁকে অন্য দেহ ধারণ করতে হয় না। সেটিই বৃত্রাসুরের অভিপ্রায় ছিল।

শ্লোক ২

ততো যুগান্তাগ্নিকঠোরজিহ্ম-
মাবিধ্য শূলং তরসাসুরেন্দ্রঃ ।
ক্ষিপ্ত্বা মহেন্দ্রায় বিনদ্য বীরো
হতোঽসি পাপেতি রুষা জগাদ ॥ ২ ॥

ততঃ—তারপর; **যুগান্ত-অগ্নি**—যুগান্তকালীন অগ্নিশিখার মতো; **কঠোর**—তীক্ষ্ণ; **জিহ্মম্**—অগ্রভাগ; **আবিধ্য**—ঘূর্ণন করে; **শূলম্**—ত্রিশূল; **তরসা**—মহাবেগে; **অসুর-ইন্দ্রঃ**—অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর; **ক্ষিপ্ত্বা**—নিক্ষেপ করে; **মহা-ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের প্রতি; **বিনদ্য**—গর্জন করে; **বীরঃ**—মহাবীর (বৃত্রাসুর); **হতঃ**—নিহত; **অসি**—তুমি হলে; **পাপ**—হে পাপাত্মা; **ইতি**—এই প্রকার; **রুষা**—মহাক্রোধে; **জগাদ**—তিনি গর্জন করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর বৃত্র যুগান্তকালীন অগ্নিশিখার মতো তীক্ষ্ণাগ্র শূল ঘূর্ণন করে, অতি বেগে ক্রোধের সঙ্গে ইন্দ্রের উপর নিক্ষেপপূর্বক গর্জন করে বলেছিলেন, "হে পাপাত্মা! এখন আমি তোকে হত্যা করব!"

শ্লোক ৩

খ আপতৎ তদ্ বিচলদ্ গ্রহোল্কব-
ন্নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমজাতবিক্লবঃ ।
বজ্রেণ বজ্রী শতপর্বণাচ্ছিনদ্
ভুজং চ তস্যোরগরাজভোগম্ ॥ ৩ ॥

খে—আকাশে; **আপতৎ**—তাঁর দিকে উড়ে আসছে; **তৎ**—সেই ত্রিশূল; **বিচলৎ**—ঘূর্ণিত হয়ে; **গ্রহ-উল্ক-বৎ**—উল্কার মতো; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দুষ্প্রেক্ষ্যম্**—অসহ্য দর্শন; **অজাত-বিক্লবঃ**—নির্ভীক; **বজ্রেণ**—বজ্রের দ্বারা; **বজ্রী**—বজ্রধারী ইন্দ্র; **শত-পর্বণা**—শত পর্ব বিশিষ্ট; **আচ্ছিনৎ**—ছেদন করলেন; **ভুজম্**—বাহু; **চ**—এবং; **তস্য**—তাঁর (বৃত্রাসুরের); **উরগ-রাজ**—সর্পরাজ বাসুকি; **ভোগম্**—দেহের মতো।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের ত্রিশূল আকাশমার্গে উল্কার মতো উড়ে আসছিল। যদিও সেই অস্ত্রটি এত ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল ছিল যে তার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না, তবু নির্ভীক চিত্তে ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা সেই অস্ত্রটি খণ্ড খণ্ড করেন এবং সেই সঙ্গে বৃত্রাসুরের সর্পরাজ বাসুকির শরীরের মতো বিশালাকৃতি একটি বাহুও ছিন্ন করেন।

শ্লোক ৪

ছিন্নৈকবাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ
সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রম্ ।
হনৌ ততাড়েন্দ্রমথামরেভং
বজ্রং চ হস্তান্ন্যপতন্মঘোনঃ ॥ ৪ ॥

ছিন্ন—কর্তিত; **এক**—এক; **বাহুঃ**—যার হাত; **পরিঘেণ**—একটি লৌহনির্মিত গদার দ্বারা; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর; **সংরব্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **আসাদ্য**—পৌঁছে; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **বজ্রম্**—বজ্র; **হনৌ**—চোয়ালে; **ততাড়**—আঘাত করেছিলেন; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্র; **অথ**—ও; **অমর-ইভম্**—তাঁর হস্তী ঐরাবত; **বজ্রম্**—বজ্র; **চ**—এবং; **হস্তাৎ**—হাত থেকে; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **মঘোনঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের।

অনুবাদ

যদিও তাঁর একটি হস্ত দেহ থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তবু বৃত্রাসুর অপর হস্তে একটি লৌহ গদা নিয়ে ইন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁর চোয়ালে আঘাত করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকেও আঘাত করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র পড়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৫

বৃত্রস্য কর্মাতিমহাদ্ভুতং তৎ
সুরাসুরাশ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ ।
অপূজয়ংস্তৎ পুরুহূতসঙ্কটং
নিরীক্ষ্য হা হেতি বিচুক্রুশুর্ভৃশম্ ॥ ৫ ॥

বৃত্রস্য—বৃত্রাসুরের; **কর্ম**—কার্য; **অতি**—অত্যন্ত; **মহা**—মহান; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **তৎ**—তা; **সুর**—দেবতাগণ; **অসুরাঃ**—এবং অসুরেরা; **চারণ**—চারণগণ; **সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ**—এবং সিদ্ধগণ; **অপূজয়ন্**—প্রশংসা করেছিলেন; **তৎ**—তা; **পুরুহূত-সঙ্কটম্**—ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হা হা**—হায় হায়; **ইতি**—এই প্রকার; **বিচুক্রুশুঃ**—বিলাপ করেছিলেন; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের সেই অদ্ভুত কার্য দর্শন করে সুর, অসুর, চারণ ও সিদ্ধগণ সকলেই তাঁর বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রের মহাবিপদ দর্শন করে দেবতাগণ হাহাকার করে বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

ইন্দ্রো ন বজ্রং জগৃহে বিলজ্জিত-
শ্চ্যুতং স্বহস্তাদরিসন্নিধৌ পুনঃ ।
তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো
জহি স্বশত্রুং ন বিষাদকালঃ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; **ন**—না; **বজ্রম্**—বজ্র; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **বিলজ্জিতঃ**—লজ্জিত হয়ে; **চ্যুতম্**—পতিত; **স্ব-হস্তাৎ**—তাঁর হাত থেকে; **অরি-সন্নিধৌ**—তাঁর শত্রুর সম্মুখে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর; **হরে**—হে ইন্দ্র; **আত্ত-বজ্রঃ**—তোমার বজ্র তুলে নিয়ে; **জহি**—বধ কর; **স্ব-শত্রুম্**—তোমার শত্রুকে; **ন**—না; **বিষাদ-কালঃ**—বিষাদের সময়।

অনুবাদ

শত্রুর সম্মুখে তাঁর হাত থেকে বজ্র পতিত হওয়ায়, ইন্দ্রের এক প্রকার পরাজয় হয়েছিল এবং তিনি সেই জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অস্ত্র তুলে নিতে সাহস করেননি। বৃত্রাসুর কিন্তু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "বজ্র গ্রহণ করে তোমার শত্রুকে বিনাশ কর। এটি বিষাদের সময় নয়।"

শ্লোক ৭

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং
জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্ ।
বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং
সর্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥ ৭ ॥

যুযুৎসতাম্—যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক; **কুত্রচিৎ**—কখনও; **আততায়িনাম্**—সশস্ত্র শত্রু; **জয়ঃ**—বিজয়; **সদা**—সর্বদা; **একত্র**—একস্থানে; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পর-আত্মনাম্**—যারা পরমাত্মার নির্দেশে কাজ করে, সেই অধীনস্থ জীবাত্মাদের ; **বিনা**—ব্যতীত; **একম্**—এক; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **লয়**—সংহার; **স্থিতি**—এবং পালনের; **ঈশ্বরম্**—নিয়ন্তা; **সর্বজ্ঞম্**—যিনি (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে) সব কিছু জানেন; **আদ্যম্**—আদি; **পুরুষম্**—ভোক্তা; **সনাতনম্**—আদি।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর বললেন—হে ইন্দ্র, আদি ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কারোরই বিজয় নিশ্চিত নয়। সেই ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ এবং তিনি সর্বজ্ঞ। পরতন্ত্র দেহধারী জীব যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে কখনও বিজয়ী হয় এবং কখনও পরাজিত হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি হয়।" যখন দুই পক্ষ যুদ্ধ করে, তখন সেই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ভগবানের নির্দেশনায় সংঘটিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) ভগবান বলেছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" জীব

ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কেবল কার্য করে। ভগবান জড়া প্রকৃতিকে আদেশ দেন এবং তিনি জীবের সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। জীব মূর্খতাবশত নিজেকে কর্তা বলে মনে করলেও সে স্বতন্ত্র নয়।

বিজয় সর্বদা ভগবানেরই হয়। পরতন্ত্র জীবেরা ভগবানের ব্যবস্থাপনায় যুদ্ধ করে। জয় এবং পরাজয় প্রকৃতপক্ষে তাদের হয় না; জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সেটি ভগবানেরই আয়োজন। জয়ে গর্ব অথবা পরাজয়ে বিষাদ তাই অর্থহীন। সমস্ত জীবের জয়-পরাজয়ের জন্য যিনি দায়ী, সর্বতোভাবে তাঁর উপরই নির্ভর করা উচিত। ভগবান উপদেশ দিয়েছেন, *নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ*—"তুমি তোমার কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন কর, কারণ অকর্ম থেকে কর্ম শ্রেয়।" জীবকে তার স্থিতি অনুসারে কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জয় অথবা পরাজয় পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভর করে। *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*—"তোমার কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠান করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু তার ফলে তোমার কোন অধিকার নেই।" জীবের কর্তব্য তার স্থিতি অনুসারে নিষ্ঠাপূর্বক কর্ম করা। জয়-পরাজয় নির্ভর করে ভগবানের উপর।

বৃত্রাসুর এই বলে ইন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, "আমার বিজয়ে বিষণ্ণ হয়ো না। যুদ্ধ বন্ধ করার কোন আবশ্যকতা নেই। পক্ষান্তরে, তুমি তোমার কর্তব্য-কর্ম করে যাও। কৃষ্ণ যদি চান, তা হলে অবশ্যই তোমার জয় হবে।" কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নিষ্ঠাবান সদস্যদের জন্য এই উপদেশটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। আমাদের বিজয়ে উল্লসিত হওয়া উচিত নয়, অথবা পরাজয়ে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা ফলপ্রসূ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করা এবং জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে বিচলিত না হওয়া। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে কর্ম করে যাওয়া, যাতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কার্যকলাপের স্বীকৃতি দেন।

শ্লোক ৮

লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে ।
দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥ ৮ ॥

লোকাঃ—বিভিন্ন গ্রহলোক; **স-পালাঃ**—লোকপালগণ সহ; **যস্য**—যাঁর; **ইমে**—এই সমস্ত; **শ্বসন্তি**—জীবিত; **বিবশাঃ**—পূর্ণরূপে নির্ভরশীল; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **দ্বিজাঃ**—পক্ষীগণ; **ইব**—সদৃশ; **শিচা**—জালের দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—বদ্ধ; **সঃ**—তা; **কালঃ**—কাল; **ইহ**—এই; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত লোকের সমস্ত জীবেরা সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। জালবদ্ধ পাখির মতো তাদের কোন স্বাধীনতা নেই।

তাৎপর্য

সুর এবং অসুরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সুরেরা জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না, আর অসুরেরা ভগবানের ইচ্ছা যে কি, তা বুঝতে পারে না। এই যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুর হচ্ছেন সুর আর ইন্দ্র হচ্ছেন অসুর। কেউই স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না। পক্ষান্তরে, সকলেই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। তাই কর্মের ফল অনুসারে জয়-পরাজয় ঘটে এবং তার বিচার করেন ভগবান (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*)। যেহেতু আমরা আমাদের কর্ম অনুসারে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত কেউই স্বাধীন নন। আমাদের পরাজয় হোক অথবা জয় হোক, ভগবানই সর্বদা বিজয়ী হন, কারণ সকলে তাঁরই নির্দেশনায় কার্য করে।

শ্লোক ৯

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ ।
তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্ ॥ ৯ ॥

ওজঃ—ইন্দ্রিয়ের শক্তি; **সহঃ**—মনের শক্তি; **বলম্**—শরীরের শক্তি; **প্রাণম্**—জীবিত অবস্থা; **অমৃতম্**—অমরত্ব; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **তম্**—তাঁকে (ভগবানকে); **অজ্ঞায়**—না জেনে; **জনঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **হেতুম্**—কারণ; **আত্মানম্**—শরীর; **মন্যতে**—মনে করে; **জড়ম্**—যদিও পাথরের মতো নিষ্ক্রিয়।

অনুবাদ

আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি, মনের শক্তি, দেহের শক্তি, প্রাণ, অমরত্ব এবং মৃত্যু সবই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই কথা না জেনে, মূর্খেরা জড় দেহটিকেই তাদের কার্যকলাপের কারণ বলে মনে করে।

শ্লোক ১০

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ ।
এবং ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১০ ॥

যথা—যেমন; **দারুময়ী**—কাষ্ঠনির্মিত; **নারী**—নারী; **যথা**—যেমন; **পত্রময়ঃ**—পত্রনির্মিত; **মৃগঃ**—পশু; **এবম্**—এই প্রকার; **ভূতানি**—সমস্ত বস্তু; **মঘবন্**—হে দেবরাজ ইন্দ্র; **ঈশ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তন্ত্রাণি**—নিয়ন্ত্রিত; **বিদ্ধি**—জেনো; **ভোঃ**—হে মহাশয়।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, দারুময়ী নারী এবং পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় চলাফেরা করতে পারে না অথবা নৃত্য করতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনই সব কিছুই ভগবানের অধীন। কেউই স্বতন্ত্র নয়।

তাৎপর্য

সেই কথা *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* (*আদিলীলা* ৫/১৪২) প্রতিপন্ন হয়েছে,

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

"শ্রীকৃষ্ণই কেবল পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলে তাঁর ভৃত্য। তিনি যেভাবে তাঁদের নাচান, সেইভাবে তাঁরা নৃত্য করেন।" আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য; আমাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। আমরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে নৃত্য করছি, কিন্তু অজ্ঞতাবশত এবং মায়ার প্রভাবে আমরা মনে করি যে, আমরা ভগবানের ইচ্ছার অধীন নই। তাই বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য আনন্দময়। তিনিই সব কিছুর আদি, তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।"
(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১)

শ্লোক ১১

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥

পুরুষঃ—সমগ্র জড় শক্তির জনক; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **ব্যক্তম্**—অভিব্যক্তির মূল কারণ মহত্তত্ত্ব; **আত্মা**—অহংকার; **ভূত**—পঞ্চ মহাভূত; **ইন্দ্রিয়**—দশ ইন্দ্রিয়; **আশয়াঃ**—মন, বুদ্ধি এবং চেতনা; **শক্নুবন্তি**—সমর্থ; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **সর্গাদৌ**—সৃষ্টি ইত্যাদিতে; **ন**—না; **বিনা**—ব্যতীত; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপায়।

অনুবাদ

তিন পুরুষ—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং জড়া প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাভূত, জড় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চেতনা ভগবানের কৃপা ব্যতীত জড় জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে, *পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ*—আমরা যা কিছু অনুভব করি, তা ভগবানের শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই সমস্ত শক্তি স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন করেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কৌন্তেয়, আমারই পরিচালনায় জড়া প্রকৃতি কার্য করছে এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব উৎপন্ন করছে।" কেবল ভগবানের পরিচালনাতেই চব্বিশ তত্ত্বরূপে প্রকাশিত প্রকৃতি জীবের জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। *বেদে* ভগবান বলেছেন—

মদীয়ং মহিমানং চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥

"যেহেতু সব কিছু আমার সৃষ্টিরই প্রকাশ, তাই আমি পরব্রহ্ম নামে পরিচিত। অতএব সকলেরই আমার মহিমান্বিত কার্যকলাপ আমার কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিত।" ভগবান *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/২) বলেছেন, *অহমাদির্হি দেবানাম্*—"আমি সমস্ত দেবতাদের আদি।" অতএব, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুরই আদি এবং কেউই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, *অনীশজীবরূপেণ*—জীব *অনীশ* অর্থাৎ সে কখনই ঈশ্বর নয়, সে সর্বদাই নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীব যখন স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা ভগবান হওয়ার অভিমান করে, সেটি তার মূর্খতা। এই প্রকার মূর্খতা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১২

অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্ ।
ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

অবিদ্বান্—মূর্খ, অজ্ঞান; **এবম্**—এইভাবে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **মন্যতে**—মনে করে; **অনীশম্**—যদিও সর্বতোভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল; **ঈশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর, স্বতন্ত্র; **ভূতৈঃ**—জীবেদের দ্বারা; **সৃজতি**—তিনি (ভগবান) সৃষ্টি করেন; **ভূতানি**—অন্য জীবেদের; **গ্রসতে**—গ্রাস করেন; **তানি**—তাদের; **তৈঃ**—অন্য জীবেদের দ্বারা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

মূর্খ নির্বোধ মানুষেরা ভগবানকে জানতে পারে না। যদিও তারা সর্বদাই নির্ভরশীল, তবু তারা ভ্রান্তিবশত নিজেদের স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে মনে করে। কেউ যদি মনে করে যে, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে তার দেহটি পিতা-মাতার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই দেহটি অন্য কারও দ্বারা বিনষ্ট হবে, যেমন ব্যাঘ্র আদি পশু অন্য পশুকে গ্রাস করে, অর্থাৎ কেউ যদি পিতা-মাতাকে স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্র আদি পশুদের হন্তা বলে মনে করে, তা হলে তার সেই ধারণা যথার্থ নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানই জীবেদের দ্বারা জীবেদের সৃষ্টি এবং জীবেদের দ্বারা জীবেদের বিনাশ করেন, অতএব তাতে জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নেই—ভগবানই স্বতন্ত্র।

তাৎপর্য

কর্মমীমাংসা দর্শন অনুসারে, মানুষের কর্মই সব কিছুর কারণ এবং তাই ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা নেই। যারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত করে, তারা মূর্খ। পিতা যখন সন্তান উৎপাদন করেন, তখন তিনি তা স্বতন্ত্রভাবে করেন না; তিনি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তা করেন। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন,—*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি হয়।" সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন যে ভগবান, তাঁর নির্দেশ না পেলে কেউই কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং পিতা-মাতা জীবের স্রষ্টা নন। জীবের কর্ম অনুসারে সে কোন বিশেষ পিতার বীর্যে স্থাপিত হয়, যিনি সেই জীবকে মাতৃজঠরে প্রেরণ করেন। তারপর মাতার ও পিতার দেহ অনুসারে (*যথাযোনি যথাবীজম্*) জীব একটি শরীর ধারণ করে এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য জন্মগ্রহণ করে। অতএব ভগবানই জন্মের মূল কারণ। তেমনই, ভগবান জীবের মৃত্যুরও কারণ। কেউই স্বতন্ত্র নয়; সকলেই পরতন্ত্র। প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, একমাত্র স্বতন্ত্র পুরুষ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১৩

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ ।
ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছোর্বিপর্যয়াঃ ॥ ১৩ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **কীর্তিঃ**—যশ; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **পুরুষস্য**—জীবের; **যাঃ**—যা; **ভবন্তি**—উদিত হয়; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **তৎকালে**—উপযুক্ত সময়ে; **যথা**—যেমন; **অনিচ্ছোঃ**—অনিচ্ছা সত্ত্বেও; **বিপর্যয়াঃ**—বিপরীত পরিস্থিতি।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময় যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আয়ু, শ্রী, যশ প্রভৃতি ত্যাগ করতে হয়, তেমনই বিজয়ের সময়ও ভগবান যখন কৃপা করে সেইগুলি প্রদান করেন, তখন কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই সেইগুলি লাভ হয়।

তাৎপর্য

ঐশ্বর্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিজের চেষ্টায় লাভ হয়েছে বলে কখনও গর্ববোধ করা উচিত নয়। ভগবানের কৃপার ফলেই এই সমস্ত সৌভাগ্য লাভ হয়। অন্য আর এক বিচার অনুসারে, কেউই মরতে চায় না এবং কেউই দরিদ্র অথবা কুৎসিত হতে চায় না। তা হলে এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ক্লেশদায়ক বস্তুগুলি লাভ হয় কেন? ভগবানের কৃপা অথবা দণ্ডের ফলে জীব জড় জগতে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেউই স্বতন্ত্র নয়, সকলেই ভগবানের কৃপা অথবা দণ্ডের উপর নির্ভরশীল। একটি প্রবাদে বলা হয় যে, ভগবানের দশ হাত। অর্থাৎ তিনি দশ দিকের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি যদি আমাদের থেকে তাঁর দশ হাত দিয়ে সব কিছু নিয়ে নিতে চান, তা হলে আমাদের দুহাত দিয়ে সেইগুলি আমরা কোন মতেই আগলে রাখতে পারব না। তেমনই, তাঁর দশ হাত দিয়ে তিনি যদি তাঁর কৃপা বিতরণ করতে চান, তা হলে আমরা আমাদের দুহাত দিয়ে তা পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারব না; অর্থাৎ তাঁর আশীর্বাদ আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করে যায়। মূল কথা হচ্ছে যে, আমাদের জড় জীবনে আমরা যা কিছু সঞ্চয় করেছি, যদিও, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না, তবু ভগবান জোর করে আমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেন এবং কখনও কখনও তিনি আমাদের প্রতি এমনভাবে কৃপা বিতরণ করেন যে, আমরা তা পূর্ণরূপে গ্রহণ পর্যন্ত করতে পারি না। অতএব সম্পদে অথবা বিপদে আমাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই; সব কিছুই নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর।

শ্লোক ১৪

তস্মাদকীর্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি ।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব (ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে); **অকীর্তি**—অপযশ; **যশসোঃ**—এবং যশের; **জয়**—জয়; **অপজয়য়োঃ**—এবং পরাজয়ের; **অপি**—ও; **সমঃ**—সমান; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **সুখ-দুঃখাভ্যাম্**—সুখ এবং দুঃখে; **মৃত্যু**—মৃত্যু; **জীবিতয়োঃ**—অথবা জীবনে; **তথা**—ও।

অনুবাদ

যেহেতু সব কিছুই ভগবানের পরম ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই অকীর্তি এবং যশে, জয় এবং পরাজয়ে, মৃত্যু এবং জীবনে অবিচলিত থাকা উচিত। সেইগুলির কার্য, সুখ এবং দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই সমভাবে অবস্থান করা উচিত।

শ্লোক ১৫

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ ।
তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গুণাঃ**—গুণাবলী; **তত্র**—এই অবস্থায়; **সাক্ষিণম্**—সাক্ষী; **আত্মানম্**—আত্মা; **যঃ**—যিনি; **বেদ**—জানেন; **সঃ**—তিনি; **ন**—না; **বধ্যতে**—বদ্ধ হয়।

অনুবাদ

যিনি জানেন সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই গুণ তিনটি আত্মার গুণ নয়, জড়া প্রকৃতির গুণ এবং যিনি জানেন শুদ্ধ আত্মা এই সমস্ত গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী মাত্র, তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি এই সকল গুণের বন্ধনে আবদ্ধ নন।

তাৎপর্য

ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বিশ্লেষণ করেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" কেউ যখন আত্ম-উপলব্ধির স্তর বা *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি জানতে পারেন যে, জীবনে যা কিছু হয় তা সবই জড়া প্রকৃতির কলুষিত গুণের প্রভাব। শুদ্ধ আত্মা বা জীবের এই গুণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। জড় জগতের ঘূর্ণিবাত্যায় সব কিছুরই অতি দ্রুত পরিবর্তন হয়, কিন্তু কেউ যদি নীরবে সেই ঘূর্ণিবাত্যার ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দর্শন করেন, তা হলে বুঝতে হবে, তিনি মুক্ত। মুক্ত পুরুষের প্রকৃত গুণ হচ্ছে যে তিনি জড়া প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অবিচলিতভাবে কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ থাকেন। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ সর্বদাই অত্যন্ত প্রসন্ন। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য অনুশোচনা করেন না অথবা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। যেহেতু ভগবানই সব কিছু দেন, তাই জীব তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু প্রত্যাখ্যান করেন না অথবা গ্রহণ করেন না; পক্ষান্তরে, তিনি সর্ব অবস্থায় অবিচলিত থেকে সব কিছুই ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৬

পশ্য মাং নির্জিতং শত্রু বৃক্নায়ুধভুজং মৃধে ।
ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥ ১৬ ॥

পশ্য—দেখ; **মাম্**—আমাকে; **নির্জিতম্**—ইতিমধ্যে পরাজিত; **শত্রু**—হে শত্রু; **বৃক্ন**—ছিন্ন হয়েছে; **আয়ুধ**—আমার অস্ত্র; **ভুজম্**—এবং আমার বাহু; **মৃধে**—যুদ্ধে; **ঘটমানম্**—তবুও চেষ্টা করছি; **যথা-শক্তি**—যথাসাধ্য; **তব**—তোমার; **প্রাণ**—প্রাণ; **জিহীর্ষয়া**—হরণ করার বাসনায়।

অনুবাদ

হে শত্রু, দেখ, যুদ্ধে আমার অস্ত্র এবং বাহু ছিন্ন হয়েছে। তুমি আমাকে ইতিমধ্যেই পরাজিত করেছ, তবু তোমার প্রাণ হরণের বাসনায় আমি যথাশক্তি যুদ্ধ করে চলেছি। এই প্রকার বিষম পরিস্থিতিতেও আমি একটুও বিষণ্ণ হইনি। অতএব তুমিও তোমার বিষাদ ত্যাগ করে যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর এতই মহান বলবান ছিলেন যে, বস্তুতপক্ষে তিনি ইন্দ্রের গুরুরূপে আচরণ করছিলেন। বৃত্রাসুর যদিও প্রায় পরাজিত হয়েছিলেন, তবু তিনি বিচলিত হননি। তিনি জানতেন যে, ইন্দ্রের কাছে তিনি পরাজিত হবেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় সেই পরাজয় স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ইন্দ্রের শত্রু, তাই তিনি ইন্দ্রকে বধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। সর্ব অবস্থাতেই, এমন কি পরিণাম কি হবে তা জানা সত্ত্বেও, কর্তব্য সম্পাদন করে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ১৭

প্রাণগ্রহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ ।
অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ ॥ ১৭ ॥

প্রাণ-গ্রহঃ—প্রাণপণ; **অয়ম্**—এই; **সমরঃ**—যুদ্ধ; **ইষু-অক্ষঃ**—বাণ হচ্ছে তার অক্ষ (পাশা); **বাহন-আসনঃ**—হাতি, ঘোড়া আদি বাহন তার ফলক; **অত্র**—এখানে (এই দ্যূতক্রীড়ায়); **ন**—না; **জ্ঞায়তে**—জ্ঞাত; **অমুষ্য**—তার; **জয়ঃ**—জয়; **অমুষ্য**—তার; **পরাজয়ঃ**—পরাজয়।

অনুবাদ

হে শত্রু, এই যুদ্ধকে দ্যূতক্রীড়া বলে মনে কর, এতে প্রাণই পণ, বাণই অক্ষ (পাশা), হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনই তার ফলক। এতে যে কার জয় হবে আর কার পরাজয় হবে, তা কেউই বলতে পারে না। তা সবই নির্ভর করে ভবিতব্যের উপর।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রো বৃত্রবচঃ শ্রুত্বা গতালীকমপূজয়ৎ ।
গৃহীতবজ্রঃ প্রহসংস্তমাহ গতবিস্ময়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বৃত্র-বচঃ**—বৃত্রাসুরের বাক্য; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গত-অলীকম্**—নিষ্কপট; **অপূজয়ৎ**—পূজা

করেছিলেন; **গৃহীত-বজ্রঃ**—বজ্র ধারণ করে; **প্রহসন্**—হেসে; **তম্**—বৃত্রাসুরকে; **আহ**—বলেছিলেন; **গত-বিস্ময়ঃ**—তাঁর বিস্ময় পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃত্রাসুরের নিষ্কপট বাক্য শ্রবণ করে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রশংসাপূর্বক পুনরায় বজ্র ধারণ করেছিলেন। বিস্ময় এবং কপটতা পরিত্যাগ করে তিনি হাসতে হাসতে বৃত্রাসুরকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উপদেশ শ্রবণ করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। একজন অসুরের মুখে এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাণী শ্রবণ করে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। তখন তাঁর প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজ আদি মহান ভক্তদের কথা মনে পড়েছিল, যাঁরা দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তথাকথিত অসুরেরাও কখনও কখনও ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ হন। তাই ইন্দ্র হেসে বৃত্রাসুরকে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

ইন্দ্র উবাচ

অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী ।
ভক্তঃ সর্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—ইন্দ্র বললেন; **অহো**—ওহে; **দানব**—দানব; **সিদ্ধঃ অসি**—তুমি এখন সিদ্ধি লাভ করেছ; **যস্য**—যার; **তে**—তোমার; **মতিঃ**—চেতনা; **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **ভক্তঃ**—মহান ভক্ত; **সর্ব-আত্মনা**—অনন্যভাবে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **সুহৃদম্**—পরম সুহৃদ্; **জগদীশ্বরম্**—ভগবানকে।

অনুবাদ

ইন্দ্র বললেন—হে দানব, সঙ্কটকালেও যে তোমার বিবেক, ধৈর্য এবং ভক্তিযুক্ত মতি অবিচলিত রয়েছে, তা থেকে আমি বুঝতে পারছি, তুমি সর্বাত্মা এবং সর্বসুহৃদ্ জগদীশ্বরকে অনন্যভাবে সেবা করেছ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/২২) বলা হয়েছে—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥

"পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত হলে, যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোন কিছু লাভই এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে, চরম বিপর্যয়েও চিত্ত বিচলিত হয় না।" অনন্য ভক্ত কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও বিচলিত হন না। বৃত্রাসুর যে অবিচলিতভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন, তা দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন, কারণ এই প্রকার মনোভাব একজন অসুরের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, ভগবানের কৃপায় যে কেউই মহান ভক্ত হতে পারেন (*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*)। শুদ্ধ ভক্ত নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ২০

ভবানতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীম্ ।
যদ্ বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাং গতঃ ॥ ২০ ॥

ভবান্—তুমি; **অতার্ষীৎ**—অতিক্রম করেছ; **মায়াম্**—মায়া; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বৈষ্ণবীম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **জন-মোহিনীম্**—যা জনসাধারণকে মোহিত করে; **যৎ**—যেহেতু; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—মনোভাব; **মহা-পুরুষতাম্**—মহান ভক্তের পদ; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছ।

অনুবাদ

তুমি ভগবানের মায়াকে অতিক্রম করেছ, এবং এইভাবে মুক্ত হওয়ার ফলে, তুমি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করে মহান ভক্তের পদ প্রাপ্ত হয়েছ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন মহাপুরুষ। তাই যাঁরা বৈষ্ণব হন, তাঁরা *মহাপৌরুষ্য* পদ প্রাপ্ত হন। সেই পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে, দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত আর অসুরেরা ঠিক তার বিপরীত—*বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়।*

বৃত্রাসুরকে একজন অসুর বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সম্পূর্ণরূপে যোগ্য ভক্ত বা *মহাপৌরুষ্য* ছিলেন। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তাঁর স্থিতি যাই হোক না কেন, তিনি সিদ্ধ পুরুষের পদ প্রাপ্ত হতে পারেন। তা সম্ভব হয় যদি কোন শুদ্ধ ভক্ত এইভাবে তাঁকে উদ্ধার করে ভগবানের সেবা করতে চান। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) বলেছেন—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি পবিত্র হতে পারেন এবং সেই শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ অনুসারে তাঁর চরিত্র গড়ে তুলতে পারেন। তখন, তিনি যদি কিরাত, আন্ধ্র, পুলিন্দও হন, তা হলেও তিনি পবিত্র হয়ে *মহাপৌরুষ্য* পদে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ২১

খল্বিদং মহদাশ্চর্যং যদ্ রজঃপ্রকৃতেস্তব ।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ ॥ ২১ ॥

খলু—বস্তুতপক্ষে; **ইদম্**—এই; **মহৎ আশ্চর্যম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **যৎ**—যা; **রজঃ**—রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত; **প্রকৃতেঃ**—যার প্রকৃতি; **তব**—তোমার; **বাসুদেবে**—শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—ভগবান; **সত্ত্ব-আত্মনি**—যিনি শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত; **দৃঢ়া**—দৃঢ়; **মতিঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

হে বৃত্রাসুর, অসুরেরা সাধারণত রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই, তুমি যে অসুর হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবে সুদৃঢ় ভক্তিপরায়ণ হয়েছ, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের ঐকান্তিক ভক্তি দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভেবেছিলেন, একজন অসুরের পক্ষে এই অতি উন্নত স্তরের ভক্তি লাভ কি করে সম্ভব হয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ নারদ মুনি কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তাই দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে উত্তম ভক্তে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বৃত্রাসুরের ক্ষেত্রে ইন্দ্র সেই প্রকার কোন কারণ দেখতে পাননি। তাই তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভেবেছিলেন, ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে এইভাবে মনকে একাগ্র করার অতি উত্তম ভক্তি বৃত্রাসুর কিভাবে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে ।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ ॥ ২২ ॥

যস্য—যাঁর; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভগবতি**—ভগবান; **হরৌ**—শ্রীহরির প্রতি; **নিঃশ্রেয়স-ঈশ্বরে**—পরম সিদ্ধি বা পরম মুক্তির নিয়ন্তা; **বিক্রীড়তঃ**—খেলা করতে করতে; **অমৃত-অম্ভোধৌ**—অমৃতের সমুদ্রে; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **ক্ষুদ্রৈঃ**—ক্ষুদ্র; **খাতক-উদকৈঃ**—ডোবার জল।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পরম মঙ্গলময় ভগবান শ্রীহরির প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তিনি অমৃতের সাগরে ক্রীড়া করেন। ক্ষুদ্র খাতোদকে তাঁর কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর পূর্বে (*ভাগবত* ৬/১১/২৫) প্রার্থনা করেছেন, *ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্*—"আমি ব্রহ্মলোক, স্বর্গলোক, এমন কি ধ্রুবলোকের সুখও চাই না, অতএব পৃথিবী অথবা পাতাললোকের আর কি কথা। আমি কেবল ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চাই।" এটিই শুদ্ধ ভক্তের সংকল্প। শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই জড় জগতের উচ্চ পদের প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি কেবল শ্রীমতী রাধারাণী, ব্রজগোপিকা, নন্দ মহারাজ, মা যশোদা, শ্রীকৃষ্ণের সখা, ভৃত্য আদি ব্রজবাসীদের মতো ভগবানের সঙ্গ করতে চান। তিনি বৃন্দাবনের সুন্দর পরিবেশের সঙ্গ করতে চান। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের চরম অভিলাষ। বিষ্ণুভক্তেরা বৈকুণ্ঠলোকে

উন্নীত হওয়ার অভিলাষ করেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তেরা বৈকুণ্ঠের সুখও কামনা করেন না; তাঁরা গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে চান। ভক্ত চিৎ-জগতে যে নিত্য চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন, তা অমৃতের সমুদ্রে খেলা করার মতো, তাই যে কোন জড় সুখ তাঁর কাছে খাতোদকের মতো।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণাবন্যোন্যং ধর্মজিজ্ঞাসয়া নৃপ ।
যুযুধাতে মহাবীর্যাবিন্দ্রবৃত্রৌ যুধাম্পতী ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণৌ**—বলতে বলতে; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরের প্রতি; **ধর্ম-জিজ্ঞাসয়া**—পরম ধর্ম (ভগবদ্ভক্তি) সম্বন্ধে জানার ইচ্ছায়; **নৃপ**—হে রাজন্; **যুযুধাতে**—যুদ্ধ করেছিলেন; **মহা-বীর্যৌ**—উভয়েই অত্যন্ত শক্তিশালী; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বৃত্রৌ**—এবং বৃত্রাসুর; **যুধাম্ পতী**—উভয়েই মহান সেনানায়ক।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃত্রাসুর এবং দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রেও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এইভাবে বলতে বলতে, কর্তব্যবলে পুনরায় যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। হে রাজন্, তাঁরা উভয়েই ছিলেন মহান যোদ্ধা এবং সমান শক্তিশালী।

শ্লোক ২৪

আবিধ্য পরিঘং বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সমরিন্দমঃ ।
ইন্দ্রায় প্রাহিণোদ্ ঘোরং বামহস্তেন মারিষ ॥ ২৪ ॥

আবিধ্য—ঘূর্ণন করে; **পরিঘম্**—পরিঘ; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর; **কার্ষ্ণ-অয়সম্**—লৌহনির্মিত; **অরিন্দমঃ**—শত্রু জয়ে সক্ষম; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের প্রতি; **প্রাহিণোৎ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **ঘোরম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বাম-হস্তেন**—তাঁর বাম হাতের দ্বারা; **মারিষ**—হে নৃপশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শত্রু দমনে পূর্ণরূপে সক্ষম বৃত্রাসুর তাঁর লৌহনির্মিত পরিঘ বাম হস্তে ঘূর্ণনপূর্বক ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

স তু বৃত্রস্য পরিঘং করং চ করভোপমম্ ।
চিচ্ছেদ যুগপদ্ দেবো বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি (দেবরাজ ইন্দ্র); **তু**—কিন্তু; **বৃত্রস্য**—বৃত্রাসুরের; **পরিঘম্**—লৌহ পরিঘ; **করম্**—বাহু; **চ**—এবং; **করভ-উপমম্**—হাতির শুঁড়ের মতো সুদৃঢ়; **চিচ্ছেদ**—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; **যুগপৎ**—একসঙ্গে; **দেবঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বজ্রেণ**—বজ্রের দ্বারা; **শত-পর্বণা**—শত গ্রন্থি সমন্বিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র শতপর্বন্ নামক তাঁর বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের পরিঘ এবং বাম হাত যুগপৎ ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

দোর্ভ্যামুৎকৃত্তমূলাভ্যাং বভৌ রক্তস্রবোঽসুরঃ ।
ছিন্নপক্ষো যথা গোত্রঃ খাদ্ ভ্রষ্টো বজ্রিণা হতঃ ॥ ২৬ ॥

দোর্ভ্যাম্—দুই হাতের; **উৎকৃত্ত-মূলাভ্যাম্**—মূল থেকে ছিন্ন; **বভৌ**—ছিল; **রক্ত-স্রবঃ**—প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল; **অসুরঃ**—বৃত্রাসুর; **ছিন্ন-পক্ষঃ**—ছিন্নপক্ষ; **যথা**—যেমন; **গোত্রঃ**—পর্বত; **খাৎ**—আকাশ থেকে; **ভ্রষ্টঃ**—পতিত; **বজ্রিণা**—বজ্রধারী ইন্দ্রের দ্বারা; **হতঃ**—আহত।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের মূল হতে ছিন্ন বাহুযুগল থেকে প্রবল ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছিল, তাই তখন তাঁকে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আকাশ থেকে পতিত ছিন্নপক্ষ পর্বতের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পক্ষযুক্ত পর্বত রয়েছে যা আকাশে উড়তে পারে এবং ইন্দ্র সেই পর্বতের পাখা কেটে দিয়েছিলেন। বৃত্রাসুরের বিশাল শরীরটি ছিল যেন একটি পর্বতের মতো।

শ্লোক ২৭-২৯

মহাপ্রাণো মহাবীর্যো মহাসর্প ইব দ্বিপম্ ।
কৃত্বাধরাং হনুং ভূমৌ দৈত্যো দিব্যুত্তরাং হনুম্ ।
নভোগম্ভীরবক্ত্রেণ লেলিহোল্বণজিহ্বয়া ॥ ২৭ ॥
দংষ্ট্রাভিঃ কালকল্পাভির্গ্রসন্নিব জগত্রয়ম্ ।
অতিমাত্রমহাকায় আক্ষিপংস্তরসা গিরীন্ ॥ ২৮ ॥
গিরিরাট্ পাদচারীব পদ্ভ্যাং নির্জরয়ন্ মহীম্ ।
জগ্রাস স সমাসাদ্য বজ্রিণং সহবাহনম্ ॥ ২৯ ॥

মহা-প্রাণঃ—মহাবল; **মহা-বীর্যঃ**—অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন; **মহা-সর্পঃ**—মহাসর্প; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিপম্**—হস্তী; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **অধরাম্**—নিম্ন; **হনুম্**—চোয়াল; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **দৈত্যঃ**—অসুর; **দিবি**—আকাশে; **উত্তরাম্ হনুম্**—উপরের হনু; **নভঃ**—আকাশের মতো; **গম্ভীর**—গভীর; **বক্ত্রেণ**—মুখের দ্বারা; **লেলিহ**—সর্পের মতো; **উল্বণ**—ভয়ঙ্কর; **জিহ্বয়া**—জিহ্বার দ্বারা; **দংষ্ট্রাভিঃ**—দন্তের দ্বারা; **কাল-কল্পাভিঃ**—কাল অর্থাৎ মৃত্যুর মতো; **গ্রসন্**—গ্রাস করে; **ইব**—যেন; **জগৎ-ত্রয়ম্**—ত্রিজগৎ; **অতি-মাত্র**—অতি উচ্চ; **মহা-কায়ঃ**—বিশাল শরীর; **আক্ষিপন্**—কম্পিত করে; **তরসা**—প্রচণ্ড বেগে; **গিরীন্**—পর্বত; **গিরি-রাট্**—হিমালয় পর্বত; **পাদ-চারী**—পায়ে চলা; **ইব**—যেন; **পদ্ভ্যাম্**—তাঁর পায়ের দ্বারা; **নির্জরয়ন্**—চূর্ণ করে; **মহীম্**—পৃথিবীপৃষ্ঠ; **জগ্রাস**—গ্রাস করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **সমাসাদ্য**—পৌঁছে; **বজ্রিণম্**—বজ্রধারী ইন্দ্রকে; **সহ-বাহনম্**—তাঁর বাহন ঐরাবত সহ।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন এবং বলবান। তিনি তাঁর নিম্ন হনু ভূমিতে রেখে অপর হনু আকাশ পর্যন্ত বিস্তার করে, আকাশেরই মতো সুগভীর বদন, সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর জিহ্বা এবং মৃত্যুতুল্য করাল দন্তসমূহের দ্বারা যেন ত্রিজগৎ গ্রাস

করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই প্রকার এক বিশাল শরীর ধারণ করে, মহান অসুর বৃত্র পর্বতসমূহকে বিচলিত করতে করতে এবং পায়ের দ্বারা পৃথিবীকে বিচূর্ণ করতে করতে পাদচারী গিরিরাজের মতো ইন্দ্র সমীপে আগত হয়ে মহা বলশালী অজগর সর্প যেভাবে হস্তীকে গ্রাস করে, সেইভাবে বাহন সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন।

শ্লোক ৩০

বৃত্রগ্রস্তং তমালোক্য সপ্রজাপতয়ঃ সুরাঃ ।
হা কষ্টমিতি নির্বিণ্ণাশ্চুক্রুশুঃ সমহর্ষয়ঃ ॥ ৩০ ॥

বৃত্র-গ্রস্তম্—বৃত্রাসুর কর্তৃক গ্রসিত; **তম্**—তাঁকে (ইন্দ্রকে); **আলোক্য**—দর্শন করে; **স-প্রজাপতয়ঃ**—ব্রহ্মা সহ প্রজাপতিগণ; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **হা**—হায়; **কষ্টম্**—কি কষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **নির্বিণ্ণাঃ**—অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে; **চুক্রুশুঃ**—বিলাপ করেছিলেন; **স-মহা-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ সহ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, অন্যান্য প্রজাপতিগণ এবং মহর্ষিগণ সহ দেবতারা যখন দেখলেন যে বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হাহাকার করে রোদন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

নিগীর্ণোঽপ্যসুরেন্দ্রেণ ন মমারোদরং গতঃ ।
মহাপুরুষসন্নদ্ধো যোগমায়াবলেন চ ॥ ৩১ ॥

নিগীর্ণঃ—গ্রসিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **অসুর-ইন্দ্রেণ**—অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্র; **ন**—না; **মমার**—মৃত; **উদরম্**—উদরে; **গতঃ**—গিয়ে; **মহা-পুরুষ**—ভগবান নারায়ণের কবচের দ্বারা; **সন্নদ্ধঃ**—রক্ষিত হয়ে; **যোগ-মায়া-বলেন**—ইন্দ্রের স্বীয় যোগশক্তির বলে; **চ**—ও।

অনুবাদ

ইন্দ্রের কাছে যে নারায়ণ-কবচ ছিল তা ভগবান নারায়ণ থেকে অভিন্ন। সেই কবচের দ্বারা এবং তাঁর নিজের যোগশক্তির বলে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদরে গিয়েও মৃত হননি।

শ্লোক ৩২

ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎকুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্বিভুঃ ।
উচ্চকর্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা ॥ ৩২ ॥

ভিত্ত্বা—ভেদ করে; **বজ্রেণ**—বজ্রের দ্বারা; **তৎ-কুক্ষিম্**—বৃত্রাসুরের উদর; **নিষ্ক্রম্য**—বেরিয়ে এসে; **বল-ভিৎ**—বলাসুর সংহারকারী; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র; **উচ্চকর্ত**—কেটে ছিলেন; **শিরঃ**—মস্তক; **শত্রোঃ**—শত্রুর; **গিরি-শৃঙ্গম্**—পর্বতশৃঙ্গ; **ইব**—সদৃশ; **ওজসা**—মহাবলের দ্বারা।

অনুবাদ

অত্যন্ত প্রভাবশালী ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের উদর বিদীর্ণ করে নির্গত হয়েছিলেন। বলাসুর সংহারকারী ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ গিরিশৃঙ্গতুল্য বৃত্রের মস্তক ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

বজ্রস্তু তৎকন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্তমানঃ ।
ন্যপাতয়ৎ তাবদহর্গণেন
যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে ॥ ৩৩ ॥

বজ্রঃ—বজ্র; **তু**—কিন্তু; **তৎ-কন্ধরম্**—তার গলা; **আশু-বেগঃ**—অত্যন্ত বেগবান; **কৃন্তন্**—কাটতে; **সমন্তাৎ**—সর্বদিকে; **পরিবর্তমানঃ**—ঘুরতে ঘুরতে; **ন্যপাতয়ৎ**—নিপতিত হয়েছিল; **তাবৎ**—যতখানি; **অহঃ-গণেন**—দিন; **যঃ**—যা; **জ্যোতিষাম্**—সূর্য চন্দ্র আদি জ্যোতিষ্কের; **অয়নে**—বিষুবরেখার উভয় দিকে গমন; **বার্ত্র-হত্যে**—বৃত্রহত্যার যোগ্য কালে।

অনুবাদ

বজ্র অতিশয় বেগবান হলেও বৃত্রাসুরের গলার চারদিকে ভ্রমণ করে ছেদন করতে করতে তার এক বৎসর সময় অতীত হয়েছিল। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জোতিষ্কের উত্তর ও দক্ষিণ অয়নে ৩৬০ দিন অতীত হলে, বৃত্র হত্যার যোগ্য সময় উপস্থিত হয়। তখন বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ভূমিতে নিপতিত হয়।

শ্লোক ৩৪

তদা চ খে দুন্দুভয়ো বিনেদু-
র্গন্ধর্বসিদ্ধাঃ সমহর্ষিসঙ্ঘাঃ ।
বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈস্তমভিষ্টুবানা
মন্ত্রৈর্মুদা কুসুমৈরভ্যবর্ষন্ ॥ ৩৪ ॥

তদা—তখন; **চ**—ও; **খে**—স্বর্গে; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **বিনেদুঃ**—বেজে উঠেছিল; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **স-মহর্ষি-সঙ্ঘাঃ**—মহর্ষিগণ সহ; **বার্ত্র-ঘ্ন-লিঙ্গৈঃ**—বৃত্রহত্যার বীর্য প্রকাশক; **তম্**—তাঁকে (ইন্দ্রকে); **অভিষ্টুবানাঃ**—অভিনন্দিত করে; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **মুদা**—মহা আনন্দে; **কুসুমৈঃ**—পুষ্প; **অভ্যবর্ষন্**—বর্ষণ করেছিলেন।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর নিহত হলে স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল। গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের স্তুতি করে মহাহর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

বৃত্রস্য দেহান্নিষ্ক্রান্তমাত্মজ্যোতিররিন্দম ।
পশ্যতাং সর্বদেবানামলোকং সমপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

বৃত্রস্য—বৃত্রাসুরের; **দেহাৎ**—দেহ থেকে; **নিষ্ক্রান্তম্**—নির্গত; **আত্ম-জ্যোতিঃ**—ব্রহ্মজ্যোতির মতো উজ্জ্বল আত্মা; **অরিন্দম**—হে শত্রু দমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পশ্যতাম্**—দেখছিলেন; **সর্ব-দেবানাম্**—সমস্ত দেবতারা যখন; **অলোকম্**—ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত পরম ধাম; **সমপদ্যত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন বৃত্রের দেহ থেকে জ্যোতির্ময় আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। দেবতারা দেখলেন যে, ভগবান সঙ্কর্ষণের পার্ষদরূপে তিনি চিৎ-জগতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হয়নি, মৃত্যু হয়েছিল ইন্দ্রের। তিনি বলেছেন, বৃত্রাসুর যখন ইন্দ্রকে তাঁর বাহন ঐরাবত সহ গ্রাস করেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন, "এখন আমি ইন্দ্রকে বধ করেছি, সুতরাং আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। এখন আমি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি।" তখন তিনি তাঁর দেহের সমস্ত কার্যকলাপ স্তব্ধ করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। বৃত্রাসুরের দেহের এই নীরবতার সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র তাঁর উদর ভেদ করেছিলেন এবং বৃত্রাসুর যেহেতু সমাধিমগ্ন ছিলেন, তাই ইন্দ্র সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৃত্রাসুর যোগসমাধিস্থ ছিলেন এবং তাই ইন্দ্র তাঁর কণ্ঠ ছেদন করার চেষ্টা করলেও তা এমনই কঠোরতা প্রাপ্ত হয়েছিল যে, ইন্দ্রের বজ্রের তা কাটতে ৩৬০দিন লেগেছিল। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের পরিত্যক্ত দেহটি কেটেছিলেন; বৃত্রাসুর নিহত হননি। তাঁর প্রকৃত চেতনায় বৃত্রাসুর ভগবান সঙ্কর্ষণের পার্ষদত্ব লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। এখানে *অলোকম্* শব্দে সঙ্কর্ষণের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠলোক বোঝানো হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'বৃত্রাসুরের মহিমান্বিত মৃত্যু' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।